ছোটদের

রবিন হুড



ছোটদের রবিন হুড্

(যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত)

[বাংলার মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক যাবতীয় বিদ্যালয় সমূহের জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত]

শ্রীতারাপদ রাহা

আট আনা

প্রকাশক : বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স, লিমিটেড
স্বত্বাধিকারী, আশুতোষ লাইব্রেরি। ৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে
স্ট্রীট্, কলিকাতা ; ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
এবং ৭৮।৬, লায়েল স্ট্রীট্, ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৫৮

মুদ্রাকর : শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস। ৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোটদের রবিন হুড্

অনেক দিন আগেকার কথা—
ইংরেজরা এখন যে দেশে বাস করে, সেই দেশে—
ঘন বিরাট বন ছিল এক, নাম ছিল তার শের-উড,
সদল বলে থাকত সেথা বীর সে ডাকাত রবিন হুড্।

রবিন হুড্ ডাকাত হলেও এত ভাল লোক আর এত বড় বীর ছিল যে তার কথা শুনলে তাকে ভাল না বেসে তোমরা পারবে না।

যখনকার কথা বলছি নরমানরাই তখন দেশের রাজা—জমিদার—সব। এমন কি মঠের সাধু মহা-রাজও নরমান। দেশের আদিবাসী ইংরেজদের তারা দু'চোখে দেখতে পারে না।

দেশের যিনি আসল রাজা—তিনি খুবই ভাল লোক; হলে হবে কি, একটা বিশেষ লড়াই নিয়ে

তাঁকে বেশি সময় দেশের বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়। রাজার ছোট ভাই জন বসেন সিংহাসনে। তিনি মোটেই ভাল লোক ন'ন; আর সাগরেদ তাঁর যত পাজী নরমান জমিদার, আর মঠের সাধু মহারাজ। এরা সবাই মিলে দেশের গরিব আদিবাসীদের একে-বারে শেষ করে ফেলবার যোগাড় করেছে।

আদিবাসী গরিব চাষীদের তারা কথায় কথায় ধরে এনে মারধর করে, জমি কেড়ে নেয়। বনে হরিণ চরে বেড়ায়, কারো একটা খাবার উপায় নেই। সে সবই রাজার হরিণ, কেউ ধরলে তার হাত কাটা যাবে অথবা ফাঁসি হবে।

শের-উড বনের ধারেই রবিনের খামার।

লোকজন দিয়ে চাষ করে খায় সে।

তখন শীতকাল, চারদিকে বরফ পড়ছে, তারই মাঝে ছেঁড়া জামা কাপড় পরা একটা গরিব লোক ধীরে ধীরে বনে ঢুকল। রবিন চুপে চুপে তার পিছু পিছু এল। লোকটি বনে ঢুকে একটা হরিণ মারলে, তারপর তার ছাল ছাড়িয়ে কাঁচা মাংসই খানিকটা গপ

গপ করে খেয়ে নিলে। হঠাৎ পাশে ছায়া পড়তে সে ছুরি হাতে ফিরে দাঁড়াল।

রবিন হেসে উঠে বললে—ভয় নেই, আমি রবিন।

লোকটি কাতর হয়ে বললে—খিদেয় মরতে বসেছিলাম,—ছেলেটা খিদে সইতে না পেরে কাঁদছে, তাকে গাছের খোড়লে রেখে এসেছি।

রবিন বললে—রাজার লোক দেখলে যে তোমায় মেরে ফেলবে!

লোকটা বললে—এমনিও মরণ, অমনিও মরণ, এখন তবু ভরাপেটে মরতে পারব।

রবিন লোকটার দুঃখ দেখে তাকে আর তার ছেলে ওয়ালথপকে নিজের খামারে নিয়ে এল। এদিকে বন-দারোগা হরিণ মারার কথা টের পেয়ে তখনই ছুটল ওখানকার দেওয়ান সার গাই-এর কাছে। সে গিয়ে বললে—রবিনকে বাগে পেয়েছি এবার, সে তার লোকজন নিয়ে এসে বনের হরিণ মেরেছে—

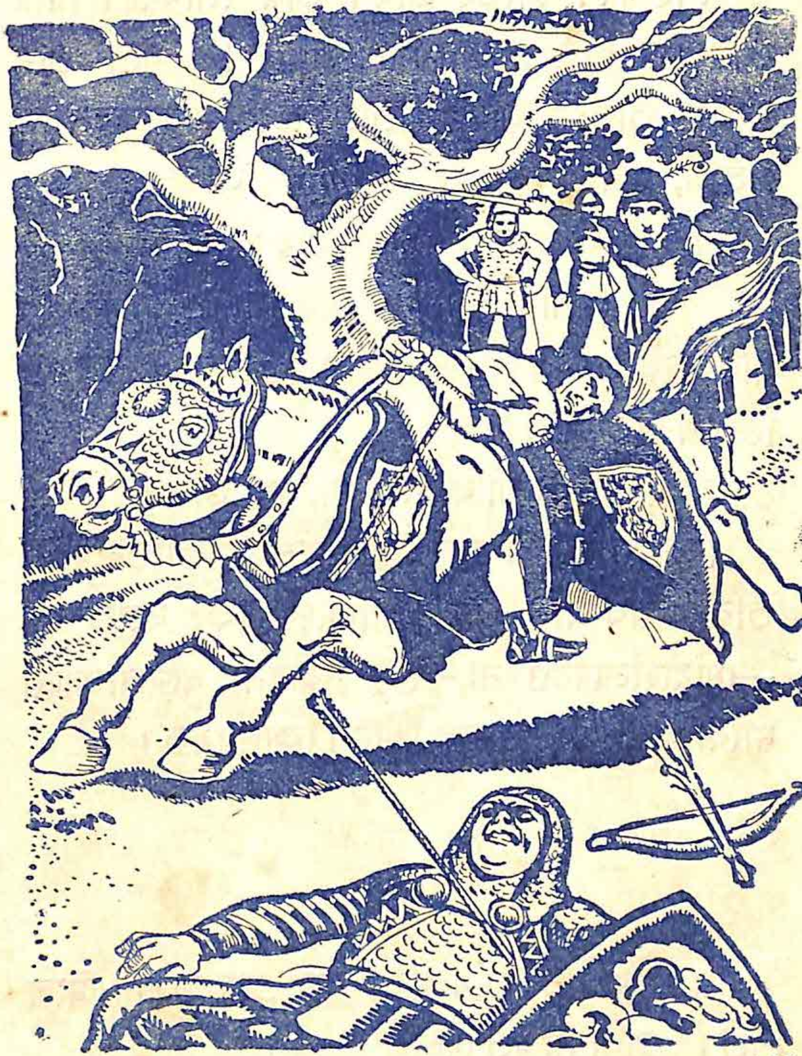
বসে ছিলেন দেওয়ান মশায়—শুনে হলেন খাড়া;
রবিনকে আজ আনব বেঁধে,—সাজাও আমার ঘোড়া।

একটু পরেই অনেক লোকজন আর বন-দারোগাকে নিয়ে গাই চললেন রবিনকে ধরতে।

মুখে বলা সহজ অতি,—কাজ সে সহজ নয়,
রবিনের বাড়ির কাছে এসে দেওয়ানের লাগে ভয়।

রবিনের যা হাতের টিপ,—বুক টিপ টিপ করে দেওয়ানের। এদিকে রবিনও ওদের দেখতে পেয়ে তীর-ধনুক আর লোকজন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

সার গাই-ই আগে তীর ছুড়লেন, রবিনের একটা নফর মারা গেল। এর পর জবর লড়াই সুরু হ'ল,—একে একে সার গাই-এর সব লোকই মারা গেল। শেষে সার গাই-এর সাথে রবিনের তলোয়ার নিয়ে লড়াই হ'ল। সার গাই হেরে গেলেন, রবিন তার তলোয়ার কেড়ে নিল। রবিন তাকে জীবনে না মেরে—ঘোড়ার পিঠে উলটো করে বেঁধে—ছেড়ে দিলে! গাই রেগে গরগর করতে করতে গেলেন, রবিনকে তিনি মজা দেখাবেন!



রবিন তাঁকে ঘোড়ার পিঠে উলটো করে বেঁধে ছেড়ে দিলে

সেই দিন রাতেই রবিন তার লোকজন নিয়ে শের-উড বনে এসে বাসা বাঁধলে। বনে এসে রবিন তার সাথীদের বললে—ভাই সব, বনে ত এলাম, এখন কি খেয়ে বাঁচব আমরা? শুধু হরিণ খেয়ে আর ক'দিন থাকা যায়? আমি বলি—যে সব নরমান নাইট, জমিদার আর বিশপ গরিবদের শোষণ করে, উৎপীড়ন করে, তাদের জিনিস লুট করব আমরা।

রবিনের সাথীরা বললে—হাঁ, সেই ভাল।

সেই থেকে রবিনের দল হ'ল ডাকাতের দল। তারা গরিব আর ভাল লোকদের কিছু বলত না, —মেয়েছেলেদেরও না,—শুধু নরমান বড়লোকদের মাঝে যারা বদ—তাদের জিনিস কেড়ে খেত।

—২—

বনে আসার কয়েকদিন পর এক সুযোগ মিলে গেল। রবিনের দল দেখলে—

মঠের বড় যাজক মশায় দামী পোষাক পরে—
ভাল ময়দা কাপড় নিয়ে চলেন গাধায় চড়ে ;
অনেকগুলি গাধার পিঠে অনেক ময়দার থলে—
বেশ কিছুদিন যাবে তাদের এসবগুলি পেলে।

রবিনের দল অমনি লাফিয়ে পড়লে এদের উপর। রবিন—এক হুড্ বা ঢাকনা পরলে মাথায়, —কেউ তাকে চিনতে না পারে। ময়দা আর কাপড় ছাড়া কয়েক পিপে ভাল মদ ও চারশো মোহর পেল রবিনের দল এ লুট থেকে।

কথাটা সেই দিনই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পর রবিন ভাবলে,—লোকে আমার কথা কি বলে একবার শুনতে পারলে বেশ হ'ত! হঠাৎ এক সুযোগও মিলে গেল। এক বাসন-ওয়ালা ঐ বন-পথ দিয়ে নটিংহামের বাজারে চলেছে বাসন বেচতে! রবিন তার সাথে ভাব করে তাকে কিছু উপহার দিয়ে তার জামা-কাপড় আর বাসন ধার নিলে,—তারপর বাসনওয়ালা সেজে সে নটিংহামে গেল। সেখানকার শেরিফের বাড়ি

থেকে সে শুনে এল—রবিনকে যে ধরে আনতে পারবে সে দুই কুড়ি মোহর পাবে, আর সার গাই অনেক লোকজন নিয়ে শীগগির তাকে ধরতে আসছে শের-উড বনে।

এর কয়েক দিন পর সে নিজের খামারটা একবার দেখতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরবার পথে বনে ঢুকেই সামনে পড়ল একটা ছোট নদী। নদীটার উপর সরু একটা সেতু,—তার উপর দিয়ে একজনের বেশি লোক যেতে পারে না। রবিন দেখলে একটা ঢেঙা জোয়ান লোক মোটা এক লাঠি হাতে নদীর উপর থেকে সেতুতে উঠছে।

এই নামো,—আমাকে আগে পার হতে দাও,— রবিন বললে।

আমি আগে,—ঢেঙা জবাব দিলে।

বাজে বকে না, আমি আগে।

লাঠির ঘায়ে মাথা তোমার ছাতু করে দেব।

তীরের ঘায়ে শেষ করব তোমায়,—রবিন বললে।

আমার কাছে তীর-ধনুক নেই কিনা—তাই এত বড়াই!

রবিন বললে—বেশ ত, লাঠি নিয়েই দেখা যা'ক না,—কে কেমন মরদ! যে জিতবে সেই আগে সেতু পার হবে।

বেশ, আমি রাজী।

রবিন তখনই—তার শিকারী ছুরি দিয়ে গাছের ডাল কেটে একটা লাঠি তৈরী করে নিল। তার পর ঐ সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে—

দুই বীরেতে লাঠি চালায় খটখটাখট খটাস্,
এইবার বুঝি ঢেঙার মাথা হয়ে গেল পটাস্।

ভীষণ লেগেছে ঢেঙার, হার মানল ঢেঙা, তবুও বলে—সেতু পার তোমায় আগে কিছুতেই হতে দেব না।

রবিন বলে—তবে আবার লড়াই হ'ক,—যে অপরকে আগে জলে ফেলে দিতে পারবে—তারই জিৎ, সেই আগে পার হবে সেতু।

বেশ, সেই ভাল।



দুই বীরেতে লাঠি চালায় খটখটাখট-খটাস্

এবারকার লড়াইতে ঢেঙাই রবিনকে হারিয়ে দিলে—রবিন জলে পড়ে গেল। রবিন সাঁতরে ডাঙায় উঠে এল। এর পর দুইজনে খুব ভাব হয়ে গেল।

খুব লড়াই হ'ল আজ,—না?

রবিন বলে—হাঁ, তুমি কোথায় থাক,—কি নাম তোমার?

ঢেঙা বলে—আমার নাম জন,—আমি একটু বেশি খাই আর ঘুমটাও আমার একটু বেশি, তাই আমার মনিব আমায় মারতে হুকুম দিয়েছিল। যে লোকটা আমায় মারতে এসেছিল তাকে বেশ করে ঠেঙিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। এই বনে নাকি রবিন নামে একটা লোক থাকে, তারই দলে ঢুকব আমি মনে করছি।

রবিন ঢেঙার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—হাত দাও!

মানে?

মানে,—আমিই সেই রবিন। তোমার মত

লোক পেলে আমি লুফে নেই, এবার এস আমার ডেরায়,—পেট ভরে খাওয়াব তোমায়। আর,—আর একটা কথা ভাই,—তোমার যা চেহারা—তাতে শুধু জন নয়,—ছোট জন বলে ডাকব তোমায়।

শুনে ঢেঙা জোয়ান জন হো-হো করে হেসে উঠল।

—৩—

এর কয়েক দিন পরই—সার গাই অনেক লোক-জন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রবিনকে ধরতে এলেন শের-উডে। কিছুদূর আসবার পরই দেখা গেল—পথে একখানা তলোয়ার পড়ে রয়েছে। সার গাই তার লোকজনকে হুকুম দিলেন—ওখানা তুলে নাও ত!

একটা লোক যেই সেটা তুলতে যাবে অমনি কোথা থেকে কে বলে উঠল—সাবধান, ওটা ছুঁয়েছ কি মরেছ!

লোকটা অমনি ভূতের ভয়ে পালিয়ে এল। সার গাই তাকে বকে নিজেই ধরতে গেলেন। অমনি কোথা থেকে শাঁ করে একটা তীর এসে লাগল সার গাইয়ের মাথায়। তলোয়ার তখন চলতে শুরু করেছে। সার গাইয়ের মাথায় লোহার টুপী পরা ছিল,—তাই বেঁচে গেলেন তিনি।

এর পর পড়ল একটা সরু পথ। সে পথে এক-জনের বেশি লোক চলতে পারে না,—তাই সার গাই চললেন আগে আগে, পিছনে একজনের পর একজন তার দলের লোক। ছ'ধারে ঘন বন। হঠাৎ পিছনে এক চীৎকার শুনে সবাই তাকিয়ে দেখে—দলের শেষ লোকটি ধীরে ধীরে উপরে উঠছে,—গলায় তার দড়ির ফাঁস!

সার গাই রেগে বলে উঠলেন—এ রবিনেরই কাজ। ফাঁসটা আগে কেটে দাও, মজা দেখাব বাছাধনকে।

রবিন তখন তার সাথী ছোট জন আর উইলের সাথে এক ঝোপের মাঝে বসে হাসছে।

সার গাইয়ের লোকেরা খুঁজতে লাগল রবিনকে।

খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে গেল এক নদীর ধারে। নদীর উপর একটা সেতু। নদীটা পার হবে বলে সার গাই তার লোকজন নিয়ে যেই সেতুটার মাঝামাঝি এসে হাজির হয়েছেন, অমনি—

হেঁইয়ো বলে কারা যেন টান দিলে জোর কষে,
ভাঙল সেতু, কাঠগুলি তার জলে চলল ভেসে।
হাবুডুবু খান সার গাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে,
ভূতের ভয়ে সাথীদের তার জীবন নাইক' ধড়ে।

ভিজে একশা হয়ে ডাঙায় উঠে তারা দেখলে তাদের তিনজন লোক নেই। সার গাই সবাইকে সাহস দিলেও অনেকে ভূতের ভয়ে পালিয়ে গেল।

দিন শেষ হয়ে গেল, রাত হ'ল। সার গাইয়ের লোকজনের কানে এল কারা যেন করুণ স্বরে কাঁদছে। এর পর শোনা গেল কারা যেন হাসছে—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ভূতের ভয়ে সবাই একেবারে জড়সড়। শেষ-রাতে দেখা গেল, একটু দূরে আলো! সার গাই



হাবুডুবু খান সার গাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে—

কয়েকজন সাহসী লোক নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন—আগুনের ধারে জনা বিশেক লোক শুয়ে রয়েছে। ও সব রবিনের লোক ঘুমায়—মনে করে সার গাই লোকজন নিয়ে ওদের দিকে ছুটে কিছুদূর যেতেই গেলেন পড়ে, দলের আর আর সবাইও গেল পড়ে। রবিন এখানে উঁচু করে সরু সুতোর ফাঁদ পেতে রেখেছিল,—আর ঐ শায়িত লোকগুলি সব জামা-পরানো খড়ের পুতুল।

সার গাই তার দলবল নিয়ে মাটিতে পড়তেই রবিনের দল এসে এদের পিঠে লাগাল দমাদম। তারপর এদের ধরে সব কিছু কেড়ে নিয়ে শুধু কামিজ পরিয়ে দু'হাত পিছনে বেঁধে দিলে ছেড়ে। সার গাইকেও অমনি করে বেঁধে ছেড়ে দেবার সময় রবিন বললে—কি গো দেওয়ান মশায়,—আসবে এ বনে আর—রবিনকে ধরতে? ফের যদি এ-মুখো হও ত—তোমার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে শেষ করব—আর গলায় পড়বে তোমার ফাঁস,—যাও তোমার মনিবকে বলো গিয়ে সব।

রবিন স্যার গাইকে কেমন নাকাল করেছে—এ কথা দেখতে না দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শের-উডের ভিতর দিয়েই নটিংহাম যাবার পথ। এক দিন রবিন তার দলবল নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে এমন সময় দেখা গেল বারোটা গাধার পিঠে অনেক কিছু বোঝাই দিয়ে দু'জন বণিক আসছে,—সাথে তাদের একজন নাইট, একজন যাজক আর কিছু লোকজন।

যেমন দেখা অমনি রবিনের দল গিয়ে পড়ল তাদের উপর। নাইট ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেলেন, লোকজন সব মার খেয়ে পালাল। রবিনের দল ওদের তিনজনকে ধরলে। অনেক ভাল ভাল কাপড়-জামাও পেলে তারা। বণিক দু'জনের একজন মোটা, একজন ছিপছিপে। মোটা বণিক তার কাছে কত মোহর আছে তাই নিয়ে মিছে কথা বলায়—রবিন তার সব কিছু কেড়ে নিলে।

রোগা বণিকটা ঠিক কথা বলেছিল—তাই রবিন তাকে আদর করে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালে।

খেতে বসে ছোট জনের খাওয়া দেখে বণিক ত একেবারে অবাক্, তবুও ছোট জন বলে—আজ আমার খিদে নেই, কিছু খেতে পারলাম না আমি!

বণিক বলে—বাবা, এই খিদে নেই তোমার—এক সাধু টাক ছাড়া—এমন খেতে ত আর কাউকে দেখলাম না আমি!

রবিন জানতে চাইল—কে সে সাধু,—কেমন লোক সে।

বণিক তার সব বিবরণ দিলে। রবিন ভাবলে —এই সাধুকে তার দলে আনা চাই!

পরের দিনই ছোট জন আর মাচকে নিয়ে সাধুর খোঁজে বেরুল সে। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখে সাধু এক নদীর ধারে বসে আরামে খেতে শুরু করেছে। রবিন হঠাৎ গিয়ে তার তলোয়ারের আগাটা তার বুকে রেখে বলে উঠল—এই সাধু—আমাকে পিঠে

করে এই নদী পার করে দাও, কাপড় ভিজাব না আমি।

সাধু খেতে খেতেই বললে—কেন বাবা গোল করছ,—খেতে দাও আমায়, জল কম আছে হেঁটে পার হয়ে যাও—

রবিন বললে—কাপড় ভিজাব না আমি, ওঠো, নইলে দিলাম সাবাড় করে তোমায়!

সাধুকে শেষে উঠতেই হ'ল। রবিনকে পিঠে চড়িয়ে সে ওপারে নিয়ে গেল,—নিয়েই এক ঝাঁকি দিয়ে রবিনকে মাটিতে ফেলে তার তলোয়ার নিলে কেড়ে। এবার সাধু রবিনের বুকে তলোয়ারের আগা রেখে বললে—এবার তোমার পালা। তুমি এবার কাঁধে করে আমায় নদী পার করে দাও!—খাবার ফেলে এসেছি আমি!

রবিন কি আর করে—সাধুকে নিতেই হ'ল কাঁধে। মাঝ-নদীতে এসে হঠাৎ এক ঝাঁকি দিয়ে সেও আবার সাধুকে দিলে জলের মাঝে ফেলে।

ঝোপের মাঝে থেকে ছোট জন আর মাচ হাসতে



রবিন কি আর করে, সাধুকে নিতেই হ'ল কাঁধে

লাগল। রবিনও হাসছে। সাধু ভিজে কাপড়ে তার খাবারের কাছে উঠে এল, রবিনও উঠে এসে তার পাশে বসলে।

সাধুর থাকা হয় কোথায় ?—নাম কি ?

সাধু বললে—নাম আমার সাধু টাক,—থাকতাম মঠে,—সেখানে খাওয়া দাওয়ার স্ুবিধে নেই বলে বনে এসেছি।

বনে কি সুবিধে ?

এখানে হরিণ টরিন পাওয়া যায়, তা ছাড়া রবিন বলে একটা লোক এসেছে এ বনে, তারই দলে যাব আমি,···তুমি কে ?

রবিন হো-হো করে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে বললে—দাও হাতে হাত,—আমিই সেই রবিন,—তোমাকে নিতেই এসেছি আমি।

ছোট জন আর মাচ অমনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। সাধু টাক জনের দিকে চেয়ে বললে—এ খোকাটিকে তুমি কোথায় পেলে ?—দুধের বোতল আছে ত ?

ছোট জন অমনি লাঠি উঁচু করে ছুটল। সাধু টাক বললে—দাঁড়াও, আমিও একটা লাঠি কেটে আনছি, দেখি তুমি কেমন লাঠিয়াল!

রবিন হাসতে হাসতে বললে—ওসব বাসায় গিয়ে হবে,—এখন থামো।

—৫—

মাচ একদিন তার বাবার সাথে দেখা করতে শহরে গিয়েছিল, ফিরে এসে বললে—নটিংহামের শেরিফের ওখানে তীর ছোড়ার খেলা হবে,—রাজার ভাই জন এসেছেন ওখানে, তারই সামনে। যে জিতবে তাকে দেওয়া হবে একটা রুপোর বিউগল আর সোনার পালক-জোড়া রুপোর তীর।

শুনে রবিন বলে—আমিই আনব জিতে এ সব জিনিস!

ছোট জন বলে—পাগল হয়েছ তুমি! তোমাকে ধরবে বলে শেরিফ দুই কুড়ি মোহর বকশিশ ঘোষণা করেছে না?

রবিন বলে—তা হ'ক। তুমি বেছে বেছে জনা

বিশেক লোক ঠিক কর, ওরা সব ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে রাখাল মজুর আর ভিখারী সেজে আমার সাথে যাবে।

খেলার তৃতীয় দিন। সে-দিন সবাই যোগদান করতে পারে। ঐ দিন খেলার মাঠে এক বুড়ো গিয়ে হাজির হ'ল, হাতে তার তীর-ধনুক। দেখে সবাই হাসে,—এ বুড়ো আবার কি করবে?

বুড়ো বলে—আমি খেলব।

নরমানরা বলে—খেলবে ত খেল, না পারলে তোমার হাত কাটা যাবে।

বুড়ো শুনে একটুও ভয় পায় না।

এক শো গজ দূরে চাঁদমারি টাঙানো হয়েছে। ষাটজন লোক তীর ছুড়বে। একবারে ছোড়াতেই দশজন ছাড়া আর সব লোক বাদ গেল। বুড়োর ছোড়াই সব চেয়ে ভাল হয়েছে।

পরের বার চাঁদমারি আরও তফাতে নেওয়া হ'ল—চাঁদমারির মাঝের কালো দাগে লাগল—

তিন জনের তীর,—এবারও বুড়োরটাই সব চেয়ে ভাল।

চাঁদমারি এবার আরও দূরে! এবার বুড়ো আর টেরা হেনরীর তীর লাগল সেখানে। দু'জনেই সমান। কাকে পারিতোষিক দেওয়া হবে?

বুড়ো বলে—এ সব ছেলে-খেলা,—দেড় শো গজ দূরে একটা উইলোর ডাল পোতা হ'ক, যে তীর ছুড়ে ঐ ডাল চিরে দিতে পারবে, তারই জিৎ।

পোতা হ'ল উইলোর ডাল,—টেরা হেনরীর তীর ওটা আঁচড়ে গেল,—বুড়োর তীর ওটা দিল ফেড়ে। চারদিকে রব উঠল—সাবাস, সাবাস!

রাজা জনের হাত থেকে সোনার পালক-দেওয়া রুপোর তীর আর পেনি-ভরতি রুপোর বিউগল নিয়ে বুড়ো একটু দূরে এসেই পেনিগুলি দিলে গরিবদের মাঝে ছড়িয়ে।

রাজা জন অমনি বলে উঠলেন—ধর বেটাকে!

অমনি ফিরে ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে বুড়ো রাজা জনকে বললে—হুকুম ফিরিয়ে নাও, নইলে—

রাজা ভয়ে ভয়ে বলে উঠলেন—ছেড়ে দাও ওকে, ছেড়ে দাও—

সার গাই কোথা থেকে ছুটে এসে পিছন থেকে বুড়োর চুল আর দাড়িতে মারলেন টান। পরচুলো গেল খসে! সার গাই অমনি চীৎকার করে উঠলেন—এ রবিন হুড্—যে ধরবে, সেই পাবে দুই কুড়ি মোহর!

অমনি চারদিক থেকে তলোয়ার হাতে লোকজন ছুটে এল। সাথে সাথে রবিনের যে সব অনুচর ভিখারী মজুর আর চাষী সেজে এসেছিল তারা লাঠি হাতে এসে পড়ল এদের উপর! রবিনের অনুচরদের লাঠির ঘায়ে এদের তলোয়ার গেল ভেঙে।

সার গাই রবিনকে মারতে তলোয়ার তুলেছিলেন, ছোট জন কোথা থেকে ছুটে এসে গাইয়ের মাথায় লাগালে জবর এক লাঠির বাড়ি; অমনি তার হাত থেকে তলোয়ার গেল খসে।

রবিন দলবল নিয়ে শের-উডে ফিরে এল।

—৬—

আরও কিছুদিন পরের কথা।

ওখানকার এক জমিদারের বাড়ির নাম ছিল শয়তানের ডেরা। জমিদারটা বড় পাজী, বয়সও হয়েছে ঢের। আগেকার বউকে সে যাতনা দিয়ে দিয়ে মেরেছে, এখন বুড়ো বয়সে তার শখ হয়েছে নতুন বিয়ে করবে। কনেও ঠিক করেছে সে। মেরিয়ান নামে একটি খুব ভাল মেয়ে। মেয়েটি এক নাইটের মেয়ে, বাপ নেই, তাই মঠে থেকে পড়াশুনা করে।

সার গাইয়ের সাথে এই শয়তান জমিদারের বড় ভাব। তাই সার গাই-ই বিশজন অনুচর সাথে মেরিয়ানকে নিয়ে চলেছিলেন শয়তানের ডেরায়—শের-উডের ভিতর দিয়ে। একজন পুরুতও ছিল সাথে। রবিন তার চরের মুখে খবরটা আগেই পেয়েছিল, তাই ছোট জন, সাধু টাক এবং আরো কয়েকজন অনুচর নিয়ে সে পথের ধারে ঝোপের মাঝে লুকিয়ে ছিল।

সার গাইয়ের দল কাছে আসতেই সে তীর-ধনুক নিয়ে তাদের সামনে একটু দূরে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই সার গাই চীৎকার করে উঠলেন—ঐ যে রবিন হুড্—ধর,—ধর একে,—দুই কুড়ি মোহর পাবে!

গাইয়ের দুইজন অনুচর তখনই ছুটল রবিনের দিকে। অমনি রবিনের ধনুক থেকে ছুটল তীর। একটার মাথায় লাগতে সে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ল, আরেকটার ঘোড়া তীরের ঘায়ে মাটিতে কাৎ হ'ল, লোকটাও সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল!

মেরিয়ান অবাক্ হয়ে দেখছে লোকটার সাহস, একা এতগুলি লোকের সামনে কেমন বুক ফুলিয়ে লড়ছে!

রবিন এবার রুপোর শিঙায় ফু দিলে ঝোপের মাঝ থেকে তার লোকজন সব বেরিয়ে পড়ল। এসেই তারা ঘিরে দাঁড়াল সার গাইয়ের লোকজনকে। সার গাই তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে রবিনের পাশ দিয়ে যেতে রবিনের মাথায় মারলে এক তলোয়ারের

ঘা! রবিন সাথে সাথে মাথা নীচু করে তা এড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠলে।

রবিনের তীরে তখনই সার গাইয়ের ঘোড়া হ'ল কাৎ,—সার গাইয়ের তলোয়ারটা গেল ছিটকে। রবিন সার গাইএর কাছে এসে বললে—খুব সাহস দেখালে, দেওয়ান মশায়,—একজন মহিলাকে এমনি ডাকাতের মুখে ফেলে এমনি করে পালিয়ে যাওয়া বীরের কাজই বটে!

সার গাই রবিনকে গালাগালি দিয়ে বললেন—থাকত আমার তলোয়ার, দেখাতাম তোমাকে মজা!

ঐ ত তোমার তলোয়ার পড়ে রয়েছে,—কুড়িয়ে নিয়ে এস না।

সার গাই তখনই তাঁর অসি তুলে নিলেন। শুরু হ'ল অসি নিয়ে লড়াই—ঝন ঝনাঝন ঝন। একটু পরেই রবিনের তলোয়ারের ঘায়ে সার গাইয়ের হাত থেকে অসি গেল ছিটকে। রবিন তখনই সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল—কেমন দেওয়ান মশায়,—এখন?



শুরু হ'ল অসি নিয়ে লড়াই,—ঝন ঝনাঝন ঝন—

রবিন সার গাইকে জীবনে আর মারলে না,—বেশ করে তাঁর দু'হাত পিছনে বেঁধে দিলে ছেড়ে। আর তাঁর দলের লোকগুলিরও ঐ দশা করলে।

মেরিয়ান রবিনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল, এবার রবিন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—এখন আপনি কি করবেন বলুন,—কোথায় রেখে আসব আপনাকে?

মেরিয়ান বললে—মঠে আর আমি ফিরব না। সেখানে গেলে শেষে আমায় ওরা শয়তানের ডেরাতেই নিয়ে ফেলবে।

তবে?

মেরিয়ান বললে—এই বনে কি আমার একটু জায়গা হয় না? আপনাদের দলের কথা শুনে আমার যে ধারণা ছিল, সে ভুল আমার আজ ভাঙল,—এখন এখানে থাকতে পারলেই আমি সুখী হই।

রবিন তার মনের ভাব বুঝে বললে—এখানে থাকলে যদি সুখী হও তুমি,—তবে সে সুখে বাধা দিতে চাই না আমি। অমত না থাকলে এখানকার

রাণী হয়ে থাকতে পার তুমি, এখানকার রাজাও একজন আছে,—জানো ত?

মেরিয়ান মুখ নীচু করে বললে—তার রাণী হওয়া ত জোর কপালের কথা!

সেই দিনই রবিনের সাথে মেরিয়ানের বিয়ে হয়ে গেল। সাধু টাক ত বনেই ছিল,—সে-ই হ'ল এ বিয়ের পুরোহিত।

—৭—

বিয়ের পর কিছুদিন বেশ সুখেই কাটল রবিনের, তারপর হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল—রবিনের সাথী উইলকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। তার ফাঁসি দেবে ওরা।

বটে,—আমাদের উইলকে ফাঁসি দেবে! রবিন তখনই দলবল নিয়ে চলল উইলকে ছাড়িয়ে আনতে। যে বাড়িতে আটক ছিল সে এক নাইটের বাড়ি, পাথর দিয়ে তৈরী। হলে হবে কি,—রবিন এক কাঠওয়ালা সেজে দুটো বড় বড় থলে ভরতি কি নিয়ে সেই

বাড়িতে ঢুকল,—দলের লোকেরা থাকল একটু দূরে!

রবিনের এই থলেতে কি ছিল বল ত?—ছিল হাজার হাজার মৌমাছি। মৌমাছি ছাড়তেই তাদের কামড়ে বাড়ির লোক সব দিশেহারা হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটল। সেই ফাঁকে রবিন তার সাথী উইলকে খালাস করে এক গোপন পথ দিয়ে বের করে আনলে। নাইট আরও অনেক লোককে আটক করে রেখেছিল,—রবিন আর তার দলের লোক এদেরও খালাস করে আনলে। এদের মাঝে একজন ছিলেন মেরিয়ানের বাবা। রবিন তাঁকে সাথে করে বনে নিয়ে এল।

মেরিয়ান জানত তার বাবা মারা গেছেন,—তারপর এমনি হঠাৎ বাবাকে পেয়ে সে যে কি সুখী হ'ল—তা মুখে বলা যায় না। দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল—বাবা, বাবা, তুমি বেঁচে আছ?

মেরিয়ানের বাবা রবিনের মত জামাই পেয়েই বা কত খুশি!



বাবা, বাবা, তুমি বেঁচে আছ ?

রবিন এত বড় বীর আর এত ভাল লোক ছিল তবু নরমান বড়লোকরা তাকে চিরকাল নানা দুঃখ-যাতনা দিয়েছে। মেরিয়ানকে তারা একবার চুরি করে নিয়ে গেল,—রবিন অনেক লড়াই করে তাকে খালাস করে আনল। এর পর ওদেরই একটা লোক ফিরিওয়ালা সেজে এসে মেরিয়ানকে ছুরি মেরে গেল। সেই ছুরির ঘায়েই মেরিয়ান মারা যায়।

এরপর রবিনের মন একেবারে ভেঙে যায়। দল ভেঙে দেয় সে। দলের আর সবাই ঘরে ফিরে গেলেও ছোট জন তার সাথেই ছিল।

সব চেয়ে দুঃখের কথা রবিন মারা যায় তার এক মাসীর হাতে,—মাসী নরমানদের কথায় কৌশলে তার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে তাকে মারে।

—শেষ—